সবারই গল্প আছে

ওয়াহিদ তুষার

বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

সবারই গল্প আছে

ওয়াহিদ তুষার

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

সবারই গল্প আছে

প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২১
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Sobari Golpo Ache by Wahid Tusar
Published by Projonmo Publication
Copyright © Wahid Tusar
ISBN: 978-984-95065-3-9

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাভাজন বড়ভাই ও বন্ধু

লতিফুল ইসলাম শিবলী

আমাদের সবারই এক বা একাধিক গল্প থাকে। আমরা সবাই লেখক। কারোর গল্পটা বইয়ে পাতায় ছাপা হয়, আর কারো গল্পটা চাপা পরে থাকে মনের গহীনে...

ভূমিকা

আমি লেখক নই। হতেও চাই না কোনো দিন। এমনকি আমি ভালো পাঠকও নই। কোনোদিন হবো কি না তাও জানি না। কিন্তু এখন আমি আরও বেশি কিছু হয়ে গেছি।

আগে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আমি বেঁচে থাকার কারণ খুঁজতাম। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে আমি আত্মহত্যা না করার কারণ খুঁজতাম। প্রতি মুহূর্তে আমি খুঁজতাম বেঁচে থাকার কারণ, স্বপ্ন দেখার কারণ, ভালোবাসার কারণ, আশা না হারানোর কারণ। পাইনি কোনো দিন। তারপর একদিন তোমাকে পেলাম।

আমি চার দিকে বিশৃঙ্খলা, ভয় আর বিভ্রান্তি দেখতে পাই। কিন্তু তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে আমার মধ্যে ওসব নেই।

সময় আমাদের ভাগ্য, আমাদের যাত্রাপথ স্থির করে দেয়। আর যখন সময় বদলায়, সবকিছু বদলে যায়। কখনো ভালো হয় কখনো বা মন্দ। আবার কখনো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ–আমি এটা বিশ্বাস করতাম না, তোমাকে পাওয়ার আগে পর্যন্ত।

এটা গল্প নয় হয়তো প্রেমও নয়। এটা গল্পের চেয়ে বাস্তব এবং প্রেমের চেয়ে শক্তিশালী কিছু। এটা তুমি। হ্যাঁ, তুমি। এক প্রভাবশালী বাস্তবতা।

আমি কখনও নির্দিষ্ট কোনো একজনের সান্নিধ্যে সুখী হইনি। আমি বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম অনুভূতি খুঁজে বেড়াতাম। আমি সবাইকে খুঁজে নিতে চাইতাম, সবাইকে জানতে চাইতাম। তারপর আমি তোমাকে খুঁজে পেলাম। দেখলাম তুমি শুধু একজন নও, তুমি অসীম। তুমি সীমাহীন ভালোবাসা, যত্ন, বিশ্বাস, সম্মান, উপলব্ধি, প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, আর আনন্দে ভরা এক জগত।

হয়তো তুমি সেই জগত যা আমি খুঁজতে থাকি বাইরে, কিংবা সেই জগত যা আমি চাই আমার ভিতরে।

তোমার শুরুও নেই শেষও নেই। তুমি ধ্রুব কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তুমি সর্বত্র অথচ সদা আমার পাশে। তুমি কি আমার স্রষ্টা না আমার সৃষ্টি? সেটাই আমার প্রশ্ন নিজের কাছে...

খেয়া

১
তোমার গল্পটা কী

লেখকরা সবসময় আমাকে প্রেরণা যোগায়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ করে দেয় বলে আমার হিউম্যান রিসোর্সের চাকরিটা খুব পছন্দ।

প্রত্যেকের আলাদা গল্প থাকে, জগতটাকে দেখার প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। আমার জায়গাটা কোথায়, আমি কি হতে চাই জীবনে, এটা খুঁজতে খুঁজতে আমার জীবনটা একটা অগোছালো সংগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যত জনের ইন্টারভিউ নিয়েছি প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা গল্প আছে। আর তাই আমার প্রশ্ন—"আমার গল্পটা কী?" আমি কখনো আর দশ জনের মতো "স্বাভাবিক" হতে চাইনি, ছাব্বিশ বছরের জীবনে আমি কখনো নিশ্চিত হতে পারিনি আমার জীবনের অর্থটা কী আর কী করেই বা তার খোঁজ পাব আমি।

প্রতি সপ্তাহের শেষে আমি 'বুকস অ্যান্ড ক্যাফে'-তে আসি আর বসে বসে অসাধারণ সব লেখকদের বক্তৃতা শুনি। লেখকদের প্রতি অদম্য আকর্ষণ আমার। তাঁদের অন্য লোকেদের নিয়ে গল্প সৃষ্টির ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করে রাখে। কীভাবে একজনের জীবনের সত্যটা খুঁজে নিয়ে তার চারদিকে কথার মায়াজাল বোনা যায় কে জানে। বোধহয় অন্তরাত্মার ভেতর লুকিয়ে থাকা আমার নিজের গল্পই আমাকে অন্যের গল্প শুনতে ঠেলে দেয়। কিন্তু আমি কেবল গল্প শুনতে চাই না। আমার প্রাণ চায় এমন একটা গল্প বলতে যা মানুষের জীবন বদলে দেবে—অন্তত আমার তো দেবেই।

আজও একটা আমেজী কফির কাপ দুহাতে ধরে আমি 'বুকস অ্যান্ড ক্যাফে'-তে বসে ছিলাম। এখানে আমি চারদিকের সবকিছু শুনতে পাই। শুনতে পাই জীবনের গান। তেমনি আবার ইচ্ছে হলে ইয়ারপ্লাগ কানে

গুজে জগতটাকে নিঃশব্দ করে দিতে পারি। এই ক্যাফের চৌহদ্দিতে আমি অনেক লেখকদের দেখেছি—তাই মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় এই ক্যাফের চার দেয়ালের ভেতর নিশ্চয় কোনো যাদু আছে।

আদনান, ক্যাফের ম্যানেজার, নিজের কাজ থামিয়ে আমাকে বলল, "খেয়া, লেখক হবার স্বপ্ন পূরণ করতে সত্যি সত্যি বই কবে লিখবে বলতো?"

অচেনা কেউ শুনলে ভাববে ও একটু বেশি কড়া ভাবে বলছে আমায়, কিন্তু আদনান আর আমার মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমি না বুঝেই কবে যে এই ক্যাফের স্থায়ী খদ্দের হয়ে গেছি জানি না। কিন্তু আমাদের অল্পসল্প কথাবার্তা ধীরে ধীরে একটা সুন্দর সখ্যতায় বদলে গেছে। ও আমার কথার দাম দেয় আর আমি ওর।

ভুরু কুঁচকে বললাম, "জানি না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার লম্বা চুলে আঙ্গুল ফেরাতে ফেরাতে ছোট্ট ক্যাফেটার ভেতরের মানুষদের ওপর চোখ বোলালাম। "আমার মনে হয় লেখার মতো গল্প পেলে আমি বুঝতে পারব। এখনো পাইনি। অপেক্ষায় আছি। পেলেই স্বপ্ন পূরণ করতে নেমে যাব।"

আদনান এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের ওপরে রাখা আমার প্রিয় ফেনাভরা ক্যাপুচিনোর আরেকটা কাপ তুলে এনে আমার সামনে রাখল। মৃদু হেসে বলল, "দেখে নিও খেয়া আমি নিশ্চিত, একদিন ক্যাফে ভর্তি মানুষের কফি ঢালতে ঢালতে সবার সঙ্গে আমিও ওই মঞ্চ থেকে তোমার বলা কথা শুনব, মিলিয়ে নিও আমার কথা!"

হাসলাম আমি ওর কথায়। এটা আমার স্বপ্ন? নাকি ওর? অবশ্য বন্ধুদের স্বপ্ন এক সুতোয় বাঁধা থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?

তবুও আমার ভবিষ্যৎ সাফল্যের ব্যাপারে ওর বিশ্বাস আমার চেয়ে বেশি। আমার না বলা শব্দগুলোকে খাতার পাতায় জীবন দেওয়ার যতই ইচ্ছা থাকুক, কিছু একটা আমাকে আটকাচ্ছিল। ক্যাফের সেই ছোট্ট

জায়গাটার দিকে আমার চোখ চলে গেল। যেখানে দাঁড়িয়ে অনেক লেখক বরফ জলে চুমুক দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিজের কথা বলা শুরু করেছেন। যেভাবে আমিও বলতে চাই—

গরম কফির কাপে সাবধানে চুমুক দেবার আগে ফু দিয়ে একটু ঠান্ডা করার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "ঐ জায়গায় সব পাঠকদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতা আমার কোনোদিন হবে বলে মনে হয় না। ওটা করতে অনেক সাহস লাগে।" ঠোঁটের ওপর আটকে থাকা কফির ফেনা আলতো করে জিভ দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে হাসলাম আমি। যদি আমার লেখা নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে?

বন্ধু মৃদু হাসল।

"সে নিয়ে তুমি ভেব না। হাসবে সবাই যদি তুমি মজার কথা বলো। তোমার লেখা নিয়ে হাসার প্রশ্নই ওঠে না।" জোর দিয়ে বলল আদনান। "এবার বলো শনিবারের লেখক সম্মেলনে আসছ কি না?"

"অবশ্যই।"

এই সপ্তাহে কি আমি নতুন কিছু পাব? নাকি সেই আগের মতো শুধু গল্পই খুঁজতে থাকব আমি?

"জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত বেঁচে থাকার। দিন, বছর বা কোনো ছকে বাঁধা সময় ধরে চলার জন্য জীবন নয়। বেশিরভাগ সময় আমরা একটা ভুল ধারণার মধ্যে থাকি। মনে করি আমরা নিজেদের ইচ্ছে মতোন জীবন কাটাতে পারি। কিন্তু সত্যিটা হচ্ছে জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ আমরা নিই অন্যদের প্রভাবে। শুধু আমাদের মনের গভীরে যে একান্ত আপন সত্ত্বা, যাকে আমরা সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখি, সেটাই একমাত্র আমাদের নিজস্ব।

আপনাদের সবাইকে আমার বিশেষ অনুরোধ, নিজের ভেতরের সেই গোপন সত্ত্বাকে চিনতে চেষ্টা করুন। সেই সত্ত্বাকে বাঁচতে দিন। নিজের আসল জীবনটাকে নিয়ে বাঁচতে শুরু করুন। মনের ভেতরকার স্বপ্নগুলোকে হারিয়ে যেতে দেবেন না।

এবার সেই স্বপ্ন সফল করার সাহস ও সুযোগ খোজার সময় এসে গেছে। বিশ্বাস রাখুন আপনাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবেই। নিজেকে খুঁজে পাবার লড়াই ব্যর্থ হতে পারে না। উঠে পড়ুন। বুক ভরে নিজের আবেগের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিন। যাত্রা শুরু করে দিন। নিজের স্বপ্নকে ছুঁতে শিখুন। নিজের ভুলগুলোকে উপভোগ করতে শিখুন। নিজের হৃদয়ের তালে তাল মেলান! হাসতে শিখুন। ভালবাসতে শিখুন। বাঁচতে শিখুন।'

লেখক শাহীন আহমেদ গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শেষ কথাগুলো বলে চুপ করলেন। হাতে হাত রেখে ক্যাফের চার দিকে প্রত্যাশা ভরা চাহনি দিয়ে দেখলেন। তার দৃষ্টি এসে থামল আমার ওপর। আমার চোখে চোখ পড়তে বুঝলাম আমার হৃৎস্পন্দন একটু বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছিল যেন উনি সরাসরি আমার সঙ্গেই কথা বলছেন। কিন্তু আসলে তাঁর সম্মোহক কথাগুলো ক্যাফের ভেতরকার প্রত্যেকের মন ছুয়ে গিয়েছিল। কী করে যে একজন লেখকের কথার জাদু এত মানুষকে অভিভূত করে দেয় কে জানে, চোখ বন্ধ করে নিজেকে তাঁর জায়গায় দেখতে চেষ্টা করলাম। এতো লোকের সামনে নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় দাঁড়ানো একজন মানুষ। আমি মনে মনে হাসলাম। হয়তো কোনোদিন সত্যি সত্যি আমিও হলভর্তি মানুষকে মুগ্ধ করতে পারব।

এই যে, ইয়াং গার্ল। তোমার গল্পটা কী, বলোনা আমাদের। শাহীন আহমেদ সোজা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করেছেন বুঝতে পেরে আমার চিন্তার সূত্রটা ছিড়ে গেল। তার প্রশ্ন ভরা নরম দৃষ্টির মধ্যে একটু চ্যালেঞ্জের ছোঁয়া ছিল।

"জীবনের লক্ষ্য কী তোমার?" একটু নরম স্বরে মৃদু হেসে বললেন তিনি। আর তাই হঠাৎ আমার মনে হলো যেন কোনো বন্ধুর সাথে কথা বলছি।

একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে আমতা আমতা করে বললাম, "আমি... আমি আপনার মতো লিখতে চাই।"

টিস্যুটা হাতে মোচড়াতে-মোচড়াতে একটু দ্বিধা সত্ত্বেও ঠিক করলাম সরাসরি সত্যি উত্তরটাই দেয়া যাক। "কিন্তু কী লিখব ঠিক জানি না। চার দিকের জগতটা আমাকে প্রেরণা দেয়। কিন্তু আমি এখন এমন একটা গল্প খুঁজছি যা মানুষের জীবনধারা বদলে দেবে।"

কথাটা বলেই বুঝলাম আমার গলার স্বরের মধ্যে অনেক দ্বিধা লুকিয়ে আছে। মনে হলো এটা না বললেই ভালো ছিল।

শাহীন আহমেদ কিন্তু উৎসাহের সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন।

"সবারই গল্পের প্রয়োজন। ভালবাসার গল্প, আশার গল্প, বেঁচে থাকার গল্প, জ্ঞানের গল্প, কখনও বা ব্যাথার গল্প। হয়তো পুরোটা সত্যি বলা হচ্ছে না, হয়তো মিথ্যেই। কিন্তু এই জগতটা কী? মিথ্যেই তো। তাই না?" তার দৃষ্টি তখনো আমার ওপরেই। শ্রোতাদের চাপা হাসির মধ্যে আমি তার প্রতিটা কথা মন দিয়ে শুনছিলাম। "কিন্তু তোমার মিথ্যে হবে ভালো মিথ্যে। যা মানুষকে বদলে দেবে। ভালো করবে। আমার শুভেচ্ছা রইল তোমার জন্যে।" আন্তরিকভাবে বললেন শাহীন আহমেদ।

"ধন্যবাদ।" ক্যাফের ভেতরটা বেশ গরম। কিন্তু এর মধ্যেও অনুভব করলাম আমার একটু কাঁপুনি হচ্ছে।

হাসি মুখে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করে তিনি আমার পেছনে বসা আরেক শ্রোতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন "স্যার, আপনি কী করেন? আপনার গল্পটা কী?"

আমি শাহীন আহমেদের কথায় এতটাই ডুবে গিয়েছিলাম যে আমার পেছনের যুবকটিকে আগে খেয়াল করিনি। এবার ঘুরে তাকিয়ে

দেখলাম আমারই বয়সী, সপ্রতিভ, সুপুরুষ একটি যুবক। কালো আটপৌরে ব্লেজার পরা, ছোট করে ছাঁটা ঘন কালো চুল, খয়েরি চোখের মণি, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসে ভরা চেহারা। চোখে পরার মতো মানুষটাকে আগে খেয়াল করিনি ভেবে আশ্চর্য হলাম।

"আমি সিটি ব্যাঙ্কের অ্যাসিসটান্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।" ভরাট, গম্ভীর গলার আওয়াজে উত্তর দিলো যুবকটি।

শাহীন আহমেদ নিজের প্রশ্নের জের টেনে বললেন, "জীবনের কাছে কী চান আপনি? সাফল্য, টাকা, খ্যাতির চিন্তা কি আপনাকে সত্যিকারের সুখ দেয়?"

যুবকটির উত্তর কী হয় শোনার কৌতুহলে ওর দিকে ঝুঁকে পড়লাম। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে স্পষ্ট গলায় জবাব দিলো সে, "টাকা, সাফল্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এসব আছে আমার। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি এখনো নিশ্চিত নই। কখনো কখনো আমার ইচ্ছে করে একটা ব্যাগ নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। পালিয়ে যাই আমার এখনকার জীবনটা থেকে।" স্বপ্নালু স্বরটা মিলিয়ে যেতে মনে হলো মনের মধ্যে নিজের যাত্রা সে যেন এখনি শুরু করে দিয়েছে।

শাহীন আহমেদ কিন্তু ছাড়লেন না।

"এই যাত্রা পথে কী পাওয়ার আশা করছেন আপনি?"

"কোনো চাহিদা নিয়ে আমার পেছন পেছন কেউ ঘুরবে না। ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ আদায়ের চেষ্টা করবে না কেউ।" জবাব যুবকের। "টাকা রোজগারের জন্যে আমাকে অনেক মুল্য দিতে হয়েছে। আমার স্বাধীনতা আর সত্যিকারের একটা জীবনের মূল্যে ধনী হচ্ছি আমি। শুধু আশা আছে কোনো একদিন আমার স্বপ্নগুলোকে সত্যি করার সাহস জোগাড় করতে পারব।" কথা বলা শেষ করে সামনে রাখা ব্ল্যাক কফির কাপে আয়েশ করে চুমুক দিলো সে।